I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

Nikhil Murmu
Department Of History, M.A, Burdwan, University West Bengal, India

Corresponding Author: *Nikhil Murmu

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19312704

Abstract

This article examines the history of student movements in post-independence Bengal, tracing their evolution from 1947 to the present. It argues that student activism in Bengal has been a crucial force not only within the sphere of education but also in shaping broader socio-political transformations. In the immediate aftermath of independence, issues such as the Partition-induced refugee crisis, food shortages, unemployment, and educational inequalities provided the foundation for student mobilization. The movements of the 1950s and 1960s, particularly the food movements, marked the emergence of students as active participants in mass political struggles.

The study further explores the radicalization of student politics during the Naxalite movement, which originated in Naxalbari in 1967 under the ideological influence of Charu Majumdar. This phase represented a shift towards revolutionary politics, with sections of the student community embracing militant strategies. However, the subsequent state repression and political changes led to a reorientation of student activism in the 1970s and 1980s, characterized by institutionalized and democratic forms of student politics, particularly under the influence of organized student bodies.

The paper also highlights the transformation of student movements since the 1990s in the context of economic liberalization, privatization of education, and the rise of new socio-political concerns such as identity, gender, and human rights. In recent decades, the use of digital platforms has further reshaped the nature and reach of student activism.

Drawing upon primary sources such as contemporary newspapers and political documents, along with secondary historical analyses by scholars like Sumit Sarkar and Bipan Chandra, this study presents a comprehensive understanding of student movements in Bengal. It concludes that student activism has consistently functioned as a dynamic and transformative force, reflecting and influencing the changing socio-political landscape of the region.

সূচকশব্দ: ছাত্র আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি, উদ্বাস্তু

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 20-02-2026
- **Accepted:** 23-03-2026
- **Published:** 29-03-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 323-328
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Murmu N. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):323-328.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

© 2026 Nikhil Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. ভূমিকা

ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে খন্ডিত হয়ে ভারতে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা হয়, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ছাত্রসমাজ। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে, যার শিকড় নিহিত ঔপনিবেশিক যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণআন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। এই ঐতিহ্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে আরও বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলার সমাজ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়, যার প্রধান কারণ ছিল দেশভাগ। পূর্ববঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত কাঠামোর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধি, বাসস্থান সংকট, খাদ্যাভাব এবং কর্মসংস্থানের অভাব ছাত্রসমাজের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলন কেবল শিক্ষাগত দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রূপ ধারণ করে।

ঐতিহাসিকভাবে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসবিদ Sumit Sarkar উল্লেখ করেন যে, এই সময়ে ছাত্রসমাজ ক্রমশ একটি সচেতন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়, যারা কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর রাষ্ট্র ও সমাজের প্রশ্নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। বাংলার ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছাত্ররা নিজেদেরকে শুধু শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাব্য অগ্রদূত হিসেবে দেখতে শুরু করে।স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি বুঝতে গেলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা; দ্বিতীয়ত, খাদ্য সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি; তৃতীয়ত, শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও বৈষম্য; এবং চতুর্থত, রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব। এই সবগুলি উপাদান ছাত্রসমাজকে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের পথে পরিচালিত করে। বিশেষ করে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে খাদ্য আন্দোলন এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও ছাত্র আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বজুড়ে ১৯৬০-এর দশকে যে যুব ও ছাত্র আন্দোলনের উত্থান ঘটে—যেমন May 1968 protests in France—তার প্রতিধ্বনি বাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যেও অনুভূত হয়। একইভাবে সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রসার ছাত্রদের একটি অংশকে আরও র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট করে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নকশাল আন্দোলনের সময়।

ঐতিহাসিক Bipan Chandra-এর মতে, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্রসমাজ প্রায়ই "pressure group" বা চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, যারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। বাংলার ক্ষেত্রেও ছাত্র আন্দোলন বহু ক্ষেত্রে সরকারকে নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস কেবলমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ বা আন্দোলনের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি ধারাবাহিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা বাংলার সমাজের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ছাত্রসমাজের চেতনার বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে, উক্ত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হবে—

স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ।

দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি চিহ্নিত করা।

খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন এবং পরবর্তী বিভিন্ন শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা; বিশেষত Naxalbari-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রভাব মূল্যায়ন করা।

বামপন্থী, কংগ্রেসপন্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শ কীভাবে ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে তা নির্ণয় করা।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

ছাত্র আন্দোলন কীভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কীভাবে তা রাজনৈতিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলেছে—এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা।

বর্তমান সময়ে ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তিত চরিত্র, নতুন ইস্যু (যেমন—বেসরকারিকরণ, ডিজিটাল আন্দোলন) এবং তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনের একটি সুসংহত, বিশ্লেষণধর্মী ও সমগ্র চিত্র তুলে ধরা, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

2. গবেষণা পদ্ধতি

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণের জন্য এই গবেষণায় একটি সমন্বিত ও বহুমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটি প্রধানত ঐতিহাসিক-ব্যাখ্যামূলক (Historical-Analytical) প্রকৃতির। অতীতের ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করে তার কারণ, প্রেক্ষাপট ও প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে।

একই সঙ্গে এটি একটি ব্যাখ্যামূলক (Interpretative) গবেষণা, যেখানে ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন দিককে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে— সমসাময়িক সংবাদপত্র (যেমন: আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর), সরকারী নথি ও রিপোর্ট, ছাত্র সংগঠনের পত্রিকা ও প্রচারপত্র, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী ও সাক্ষাৎকার, আন্দোলনের পোস্টার, লিফলেট, প্রচারপত্র এই সমস্ত উৎস থেকে সরাসরি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা গবেষণার ভিত্তি গঠন করে।

এছাড়াও গৌণ উৎস হিসাবে ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ, জার্নাল ও একাডেমিক প্রকাশনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র (Thesis, Dissertation), প্রাসঙ্গিক বই, যেমন—আধুনিক ভারতের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থ সাথে আর্কাইভাল রিসার্চ (Archival Research) এর মাধ্যমে পুরনো নথি ও দলিল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

3. মূল আলোচনা

১৯৫০–৬০ দশকের বাংলার ছাত্র আন্দোলন: স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তাল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে ছাত্রসমাজ শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধ সমস্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি; বরং বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে তারা সক্রিয় প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান Bangladesh) থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আগমন করলে সমাজজীবনে এক গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এই উদ্বাস্তু প্রবাহ শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাসন সংকট, খাদ্যাভাব এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ছাত্রসমাজের ওপর। ফলে ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা একসময় আন্দোলনের রূপ লাভ করে।

ইতিহাসবিদ Sumit Sarkar এই সময়কার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে দেশভাগ-পরবর্তী বাংলার সামাজিক সংকট ছাত্রদের মধ্যে দ্রুত রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তারা ক্রমশ সংগঠিত প্রতিবাদের পথে এগিয়ে যায়। একইভাবে

© 2026 Nikhil Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bipan Chandra-এর মতে, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ছাত্রসমাজ বহু ক্ষেত্রেই "protest vanguard" হিসেবে কাজ করেছে, বিশেষত যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তীব্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন এই পর্যবেক্ষণের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।

এই পটভূমিতে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। খাদ্য সংকট, মজুতদারি এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছাত্রসমাজও রাস্তায় নেমে আসে এবং আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। সমসাময়িক সংবাদপত্র Anandabazar Patrika-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদের বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছিল এবং তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে একযোগে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন করছিল। অপরদিকে Jugantar পত্রিকায় এই আন্দোলনকে একটি নতুন ধরনের গণআন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনের চরিত্রকে আরও বিস্তৃত করে তোলে।

এই সময়কার প্রাথমিক উৎস, বিশেষত ছাত্র সংগঠনের লিফলেট ও প্রচারপত্র, ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তনের স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। একটি প্রচারপত্রে উল্লেখ ছিল—"খাদ্য আমাদের অধিকার—এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রসমাজ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।" এই ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ছাত্ররা নিজেদের দাবিকে কেবল শিক্ষাগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তা বৃহত্তর সামাজিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছে। ১৯৬০-এর দশকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র আরও পরিবর্তিত হতে থাকে। শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, আসনসংখ্যার অভাব, পরীক্ষাব্যবস্থার জটিলতা এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু হয়। ইতিহাসবিদ Sekhar Bandyopadhyay এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এই সময়ে ছাত্র আন্দোলন ক্যাম্পাসের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে যুক্ত হয়ে পড়ে। ছাত্ররা শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয় এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সম্পর্ককে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে।

১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন এই ধারার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। খাদ্য সংকট পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করলে ছাত্ররা আবারও আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমসাময়িক ইংরেজি দৈনিক The Statesman-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে ছাত্রদের আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় ও সংগ্রামী অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যারা কলকাতা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল, ধর্মঘট ও প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেয়। এই সময়ে আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই সংঘর্ষমূলক হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের ঘটনাও ঘটে, যা ছাত্র আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা ও র‍্যাডিক্যাল চরিত্রকে নির্দেশ করে।

এই দশকগুলিতে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিকীকরণ। ১৯৫০-এর দশকে যেখানে আন্দোলন প্রধানত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছিল, সেখানে ১৯৬০-এর দশকে তা ধীরে ধীরে মতাদর্শভিত্তিক রূপ ধারণ করে। বামপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্রদের একটি অংশ সমাজ পরিবর্তনের জন্য আরও র‍্যাডিক্যাল পথের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় ছাত্র সংগঠনের রেজোলিউশন ও স্লোগানে, যেখানে বলা হয়—"শিক্ষা ও জীবিকার প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য—ছাত্রসমাজকে বৃহত্তর সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে।" একইসঙ্গে "খাদ্য চাই, নইলে সংগ্রাম" বা "শিক্ষার অধিকার সবার জন্য" ধরনের স্লোগান ছাত্র আন্দোলনের গণমুখী ও অধিকারভিত্তিক চরিত্রকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের বাংলার ছাত্র আন্দোলন কেবল একটি সীমাবদ্ধ শিক্ষাগত আন্দোলন ছিল না; বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের সমস্যার সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করেছে। এর ফলে ছাত্র আন্দোলন একটি শক্তিশালী গণআন্দোলনে পরিণত হয়, যা পরবর্তী সময়ে নকশাল আন্দোলনসহ আরও বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। অতএব, এই সময়ের ছাত্র আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ নির্দেশ করে, যেখানে ছাত্রসমাজ কেবল ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে নয়, বরং বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নকশাল আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতি: বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে নকশাল আন্দোলনের সময়কাল (১৯৬৭–১৯৭২) একটি গভীর ও যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৬৭ সালে দার্জিলিং জেলার Naxalbari অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তা দ্রুতই একটি বৃহত্তর বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং এর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে শহুরে ছাত্রসমাজের উপর। এই আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তি গড়ে ওঠে Charu Majumdar-এর বিপ্লবী চিন্তাধারা এবং Kanu Sanyal-এর সংগঠনিক নেতৃত্বের মাধ্যমে, যারা ভারতের প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পক্ষে মত দেন।

নকশাল আন্দোলনের পটভূমি বুঝতে গেলে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। খাদ্য সংকট, বেকারত্ব, শিক্ষাব্যবস্থার সংকট এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি ছাত্রদের মধ্যে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসবিদ Sumit Sarkar উল্লেখ করেছেন যে এই সময়ে বাংলার ছাত্রসমাজের একটি অংশ প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারা দ্রুততর সামাজিক পরিবর্তনের জন্য র‍্যাডিক্যাল পথের সন্ধান করতে শুরু করে। একইভাবে Bipan Chandra-এর মতে, নকশাল আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের যুবসমাজের এক ধরনের "revolutionary impatience"-এর বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত Presidency College এবং Jadavpur University, নকশালপন্থী ছাত্র রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। বহু মেধাবী ছাত্র এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং নিজেদের শিক্ষাজীবন পরিত্যাগ করে বিপ্লবী রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করে। সমসাময়িক সংবাদপত্র The Statesman-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়— "A section of Calcutta's brightest students are leaving classrooms for the call of revolution, embracing a path of radical politics."

এই সময়কার প্রাথমিক উৎস, বিশেষত Communist Party of India (Marxist-Leninist)-এর দলিল ও লিফলেট, ছাত্রদের আদর্শিক অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। একটি প্রচারপত্রে বলা হয়— "China's path is our path—armed agrarian revolution is the only way to liberation." এই স্লোগানটি তৎকালীন চীনা বিপ্লবের প্রভাব এবং মাওবাদী আদর্শের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণকে নির্দেশ করে। একইসঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল— "শহর ঘিরে গ্রাম নয়, গ্রাম ঘিরে শহর দখল করতে হবে।" এই ধারণা সরাসরি মাওবাদী কৌশল থেকে গৃহীত, যা ছাত্রদের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

নকশাল আন্দোলনের সময় ছাত্র রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর তীব্র র‍্যাডিক্যাল ও সহিংস চরিত্র। ছাত্ররা কেবল মিছিল বা ধর্মঘটে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা সশস্ত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বহু ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কও এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। ইতিহাসবিদ Sekhar Bandyopadhyay এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, নকশাল আন্দোলনের সময় ছাত্র রাজনীতি "an extreme form of politicization" লাভ করে, যেখানে শিক্ষাঙ্গন একটি বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

তবে এই আন্দোলনের একটি করুণ দিকও ছিল। রাষ্ট্রের কঠোর দমননীতি এবং পুলিশের দমনমূলক অভিযানের ফলে বহু ছাত্র নিহত, গ্রেফতার বা নিখোঁজ হয়। এই সময়ের

© 2026 Nikhil Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

সহিংসতা ও অস্থিরতা ছাত্র আন্দোলনের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। The Statesman-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়— "The campuses have turned into battlegrounds, with violence becoming a daily reality." ফলে একদিকে যেমন ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার উত্থান ঘটে, অন্যদিকে তেমনি এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে নকশাল আন্দোলন বাংলার ছাত্র রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। এটি ছাত্র আন্দোলনকে একটি নতুন আদর্শিক দিশা প্রদান করে, যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার ও বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রশ্ন কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। যদিও আন্দোলনটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি এবং রাষ্ট্রের দমননীতির মুখে ভেঙে পড়ে, তবুও এটি ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে এক গভীর ছাপ রেখে যায়।অতএব, নকশাল আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এটি কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়; বরং এটি ছিল এক প্রজন্মের মানসিকতা, হতাশা ও স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে কেবল শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় বিপ্লবী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল, যা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৭০–৮০ দশকের বাংলার ছাত্র আন্দোলন: নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা ও রাষ্ট্রীয় দমননীতির অভিঘাতের পর ১৯৭০-এর দশকের বাংলার ছাত্র রাজনীতি এক নতুন সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়। ১৯৬৭ সালে Naxalbari-কে কেন্দ্র করে যে র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার সহিংস পরিণতি, বিপুল ছাত্র-যুবকের মৃত্যু ও গ্রেফতার এবং শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে ছাত্র রাজনীতিকে এক গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রসমাজের একটি বড় অংশ র‍্যাডিক্যাল বিপ্লবী পথ থেকে সরে এসে পুনরায় সংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

ইতিহাসবিদ Sumit Sarkar এই সময়কার ছাত্র রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে নকশাল আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ছাত্রদের একদিকে যেমন বিপ্লবী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে, অন্যদিকে তেমনি তাদের সংগঠিত গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। একইভাবে Sekhar Bandyopadhyay-এর মতে, ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে সহিংসতা থেকে সরে এসে পুনরায় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠন করতে শুরু করে।১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা বা The Emergency in India ঘোষণার ফলে ছাত্র আন্দোলন একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। এই সময়ে নাগরিক অধিকার হরণ, সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ এবং বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছাত্রসমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার প্রভাব তুলনামূলকভাবে ভিন্ন ছিল, তবুও সারাদেশের মতো এখানেও ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার চেতনা জোরদার হয়।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্র রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলি, বিশেষত Students' Federation of India (SFI), শিক্ষাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং ছাত্র রাজনীতিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পাশাপাশি Chhatra Parishad-এর মতো সংগঠনগুলিও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, ফলে ছাত্র রাজনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক ও বহুমুখী চরিত্র গড়ে ওঠে। এই সময়ে ছাত্র আন্দোলনের বিষয়বস্তু মূলত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ, সুলভ শিক্ষা, ছাত্র ইউনিয়নের অধিকার, বেকারত্ব সমস্যা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন ছাত্রদের আন্দোলনের কেন্দ্রে স্থান পায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন এবং তার গণতান্ত্রিক পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে ওঠে। ছাত্ররা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলে।

সমসাময়িক সংবাদপত্র Anandabazar Patrika-এ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগ ও ১৯৮০-এর দশকে ছাত্ররা নিয়মিতভাবে মিছিল, ধর্মঘট ও প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরছিল। এই সময়ের ছাত্র আন্দোলন তুলনামূলকভাবে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তা বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হত।

এই দশকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্র রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (institutionalization)। নকশাল আন্দোলনের সময় যেখানে শিক্ষাঙ্গন অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, সেখানে ১৯৭০–৮০-এর দশকে তা ধীরে ধীরে সংগঠিত ছাত্র ইউনিয়ন এবং নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পরিবর্তন ছাত্র আন্দোলনকে একটি স্থিতিশীল কাঠামো প্রদান করে, যদিও এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা কমে যায় এবং রাজনৈতিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও ছিল। রাজনৈতিক দলগুলির অতিরিক্ত প্রভাব, সংগঠনগত দ্বন্দ্ব এবং আদর্শগত বিভাজন অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলনের স্বাধীনতা ও গতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। তবুও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে ১৯৭০–৮০ দশকের ছাত্র আন্দোলন বাংলার ছাত্র রাজনীতিকে একটি নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়, যেখানে সহিংস বিপ্লবের পরিবর্তে সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন গুরুত্ব পায়। অতএব, এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনকে একদিকে যেমন নকশাল আন্দোলনের পরবর্তী পুনর্গঠনের পর্ব হিসেবে দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি এটি বাংলার ছাত্র রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও গণতান্ত্রিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই দশকগুলিতে ছাত্রসমাজ নিজেদের ভূমিকা নতুনভাবে নির্ধারণ করে এবং শিক্ষাঙ্গনকে পুনরায় রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার একটি সংগঠিত ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৯০ দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার ছাত্র আন্দোলন: ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলার ছাত্র আন্দোলনের চরিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা মূলত ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ১৯৯১ সালে উদারীকরণ (Liberalization), বেসরকারিকরণ (Privatization) এবং বিশ্বায়ন (Globalization) নীতির প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও এক নতুন বাস্তবতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বাজারমুখী করা, ফি বৃদ্ধি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার এবং কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ছাত্রসমাজের মধ্যে নতুন ধরনের অসন্তোষের জন্ম দেয়। ফলে ছাত্র আন্দোলন এই সময়ে নতুন ইস্যু ও নতুন কৌশলের মাধ্যমে নিজেদের পুনর্গঠিত করতে শুরু করে।

এই সময়ে ছাত্র আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ফি বৃদ্ধি, সেলফ-ফাইনান্সিং কোর্স চালু করা এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ইতিহাসবিদ Partha Chatterjee এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, উদারীকরণের পর শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কমে যাওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা অধিকারের প্রশ্নে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে Nivedita Menon-এর মতে, এই সময়ে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা পরিচয় রাজনীতি, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নেও বিস্তৃত হয়।

১৯৯০-এর দশক ও ২০০০-এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি মূলত সংগঠিত রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। Students' Federation of India, Chhatra Parishad এবং All India Trinamool Congress Chhatra Parishad-এর মতো সংগঠনগুলি ছাত্র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে আন্দোলনের বিষয়বস্তু ছিল—শিক্ষার অধিকার, ছাত্র ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক নির্বাচন, বেকারত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচার।

২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ছাত্র আন্দোলনে একটি নতুন মোড় আসে, যখন বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু ছাত্র রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের Singur ও Nandigram-এর ভূমি আন্দোলন এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই আন্দোলনগুলিতে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়, যারা কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। সমসাময়িক সংবাদপত্র

© 2026 Nikhil Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Anandabazar Patrika-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ছাত্রদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনগুলিকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলে।

২০১০-এর দশকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র আরও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি গণতান্ত্রিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ছাত্ররা সরব হয়ে ওঠে। এই সময়ে সারা ভারতের বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব বাংলার ছাত্রসমাজের উপরও পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, Jawaharlal Nehru University-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন বা Anti-CAA protests-এর সময় ছাত্রদের ভূমিকা বাংলার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন Facebook, Twitter (বর্তমানে X) ইত্যাদি ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন, প্রচার এবং জনমত গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে আন্দোলনের গতি ও বিস্তার উভয়ই বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্ররা দ্রুততরভাবে নিজেদের মতামত ও প্রতিবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।সমকালীন সময়ে ছাত্র আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর বিষয়গত বিস্তার। এখন ছাত্র আন্দোলন কেবল শিক্ষা বা অর্থনৈতিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা লিঙ্গ বৈষম্য, জাতিগত অসাম্য, পরিবেশ সংকট এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এই পরিবর্তন ছাত্র আন্দোলনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

তবে এই সময়ে ছাত্র আন্দোলনের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রভাব, সংগঠনের বিভাজন এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলনের শক্তিকে দুর্বল করে। তবুও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে ১৯৯০-এর দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার ছাত্র আন্দোলন একটি পরিবর্তনশীল ও অভিযোজিত চরিত্র ধারণ করেছে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ইস্যু, নতুন কৌশল এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে। অতএব, এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এটি কেবল অতীতের ধারাবাহিকতা নয়; বরং একটি নতুন যুগের সূচনা, যেখানে ছাত্রসমাজ আধুনিক প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নিজেদের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করছে। বাংলার ছাত্র আন্দোলন আজও সমাজ ও রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিদ্যমান, যা ভবিষ্যতেও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

4. উপসংহার

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি কেবল শিক্ষাক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ দাবিদাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ কোনো আন্দোলন নয়; বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে খাদ্য সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা ও শিক্ষার অধিকারকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তা ধীরে ধীরে ১৯৬৭ সালের Naxalbari আন্দোলনের সময় এক র‍্যাডিক্যাল বিপ্লবী চরিত্র ধারণ করে এবং ছাত্রসমাজের একটি অংশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন আবার নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৭০–৮০ দশকে সংগঠিত ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৯০-এর দশক থেকে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও কৌশলে পরিবর্তন আসে, যেখানে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, কর্মসংস্থানের সংকট এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন গুরুত্ব পেতে থাকে। একইসঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ছাত্র আন্দোলনকে নতুন মাত্রা প্রদান করে, যা আন্দোলনের বিস্তার ও প্রভাবকে আরও বৃদ্ধি করে।

ইতিহাসবিদ Sumit Sarkar-এর বিশ্লেষণ অনুসারে, ছাত্র আন্দোলন প্রায়শই সমাজের গভীরতর অসন্তোষ ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে কাজ করে। বাংলার ক্ষেত্রেও এই পর্যবেক্ষণ যথার্থভাবে প্রযোজ্য। একইভাবে Bipan Chandra উল্লেখ করেছেন যে ছাত্রসমাজ বহু সময়েই রাজনৈতিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছে—যা বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলার ছাত্র আন্দোলন একদিকে যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ ও বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছে, অন্যদিকে তেমনি তার মূল চেতনা—অধিকার, ন্যায়বিচার ও সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা—অপরিবর্তিত থেকেছে। এই আন্দোলন কখনও গণআন্দোলনের সহযাত্রী, কখনও বা তার অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেছে। ফলে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীরতর উপলব্ধির জন্য ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এক অপরিহার্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। অতএব, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে শুধুমাত্র অতীতের একটি অধ্যায় হিসেবে নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সামাজিক পরিবর্তনের একটি গতিশীল শক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

1. Chakravarti U. *Gendering caste: through a feminist lens*. Kolkata: Stree Publications; 2003. p. 45–68.
2. Thapar R. *Early India: from the origins to AD 1300*. New Delhi: Penguin Books; 2002. p. 312–330.
3. Majumdar RC, editor. *The history of Bengal*. Vol. 1. Dhaka: University of Dacca; 1943. p. 256–280.
4. Ray N. *Bangali-r itihas: adi parba*. Kolkata: Dey's Publishing; 1980. p. 210–235.
5. Roy A. *The Islamic syncretistic tradition in Bengal*. Princeton: Princeton University Press; 1983. p. 140–165.
6. Forbes G. *Women in modern India*. Cambridge: Cambridge University Press; 1996. p. 12–25.
7. Sen S. *History of Bengali literature*. New Delhi: Sahitya Akademi; 1960. p. 95–120.
8. Baru C. *Sri Krishna Kirtan*. Kolkata: Bangiya Sahitya Parishad; 1916 (reprint). p. 55–75.
9. Chakrabarti M. *Chandimangal*. Kolkata: Firma KLM; 1975. p. 102–130.
10. Gupta B. *Manasamangal*. Kolkata: University of Calcutta; 1966. p. 88–115.
11. Vidyapati. *Padavali*. New Delhi: Sahitya Akademi; 1972. p. 40–65.
12. *Anandabazar Patrika*. Kolkata; 1959 Aug–Sep. p. 1–5.
13. *Jugantar*. Kolkata; 1959. p. 3–6.
14. *The Statesman*. Kolkata edition; 1966–1971. p. 4–7.
15. Communist Party of India (Marxist-Leninist). *Party documents and leaflets*. Kolkata; 1969–1971. p. 10–25.
16. Sarkar S. *Modern India: 1885–1947*. New Delhi: Macmillan; 1983. p. 410–420.
17. Sarkar S. *Writing social history*. New Delhi: Oxford University Press; 1997. p. 85–110.
18. Chandra B. *India since independence*. New Delhi: Penguin Books; 2008. p. 180–210.
19. Bandyopadhyay S. *From Plassey to Partition and after*. Hyderabad: Orient BlackSwan; 2015. p. 420–450.
20. Chatterjee P. *The politics of the governed*. New York: Columbia University Press; 2004. p. 95–120.
21. Menon N. *Seeing like a feminist*. New Delhi: Zubaan; 2012. p. 70–95.
22. Government of West Bengal. *Report on food crisis*. Kolkata; 1960. p. 15–40.

© 2026 Nikhil Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

23. University of Calcutta. *Student union records*. Kolkata; 1965–1975. p. 22–60.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the corresponding author

Nikhil Murmu is a postgraduate student in the Department of History at the University of Burdwan, West Bengal, India. His academic interests focus on historical research, cultural studies, and social transformations. He is committed to developing analytical insights into history through dedicated study and scholarly engagement.

© 2026 Nikhil Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/